ভাষার অধিকারের জন্য সংগ্রামের তাৎপর্য

সোহিনী সাহা

"আমাদের জাতীয় ভাষা কি?"

কি বলবেন, 'হিন্দি'?

না, এটা আমাদের জাতীয় ভাষা নয়; আসলে আমাদের জাতি রাষ্ট্রের কোন 'জাতীয় ভাষা' নেই, যা আছে তা হল দুটি 'অফিসিয়াল ভাষা'।

১. হিন্দি. ২. ইংরাজী।

প্রথমত, **ভাষা কি?** মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যম। এখন, **অফিসিয়াল ভাষা কি?** তা হল রাষ্ট্রের মতামত আদান-প্রদান অর্থাৎ শাসন চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাই যখন আমরা বলি রাষ্ট্রের শাসন? এটা কি শুধুই একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, না অন্য কিছু? আসলে, রাষ্ট্রের উদ্ভবই শ্রেণীশাসনের হাতিয়ার হিসাবে, এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার, যেভাবে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্ ব্যাখ্যা করেছেন; এবং তা কোন ভাবেই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য জন্ম নেয়নি, যে ভুল ব্যাখ্যা প্রায়শঃই করা হয়ে থাকে। এটা সেই শৃঙ্খলা তৈরি করা, যা শাসকশ্রেণীর নিপীড়ণকে বৈধ ও দীর্ঘমেয়াদী করে তোলে। রাষ্ট্র তাই নিপীড়িত-শ্রেণীগুলিকে শোষণের অস্ত্র বা যন্ত্র এবং সেজন্যই একটি রাষ্ট্রের অফিসিয়াল ভাষা, আর কিছুই নয়, কেবল নিপীড়নের মাধ্যম।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টিই হয়েছিল তখন, যখন শ্রেণীদ্বন্দ্বের অন্য কোনভাবে সমাধান সম্ভব ছিল না। ভাষার উদ্ভব হয়েছিল তখন, যখন মানুষ দেখেছিল মতামতের আদান-প্রদান ব্যাতিরেকে একসাথে কাজ করা অসম্ভব। মানুষ নিজেই সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বতন প্রজাতির থেকে, শ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রমে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে, এবং এভাবে এগোনোর পথে এই উৎপাদনশীল শ্রমই মানুষকে শিখিয়েছিল একসাথে কাজ করতে। যখন সে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য একসাথে কাজ করার উপযোগিতা বুঝল, মতামতের আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, এবং সে তার বিবর্তন ঘটাল, আকার-ইঙ্গিত-আওয়াজের

D:/Gita 2011/Jabar-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

বদলে আরও অর্থবহ শব্দের প্রয়োগে, যা হয়ে উঠল তার স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে মতামত আদান-প্রদানের উপায়।

মানুষ, তার নিজের প্রয়োজনে, শব্দকে করে তুলেছিল অর্থবহ যা আত্মপ্রকাশ করেছিল ভাষা হিসাবে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি সে পরিবর্তিত করে তার বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এবং এভাবেই আসে বিভিন্ন প্রকার ভাষা ও তাদের উচ্চারণের বিভিন্ন ধরন। শ্রম যত এগিয়ে চলে, ততই ভাষাও, আর এই বৈশিষ্ট্যই এগিয়ে চলার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, যখন মানুষ গড়তে থাকে তার **সামাজিক সংগঠন—সমাজ**, এবং যখন শ্রেণী দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যখন সমাজ হয়ে ওঠে তার **রাজনৈতিক সংগঠন—রাষ্ট্র**।

সাধারণতঃ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে শক্তিশালী, অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর দ্বারা, যা আবার রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রধান রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং তাই নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে দমন ও শোষণের নিত্যনতুন উপায় বের করে। সেজন্যই, জাতিরাষ্ট্রগুলি হল শাসক শ্রেণীর যন্ত্র এবং আজ অবধি, শাসক শ্রেণীর ভাষাই হয়ে এসেছে জাতিরাষ্ট্রগুলির **'প্রকৃত'** বা **'তথা-কথিত'** জাতীয় ভাষা। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মানুষই (এমনকি আমাদের অধিকাংশও) হিন্দিকেই জাতীয় ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। আমাদের এটা বোঝা উচিৎ যে, এটা আর কিছুই নয় কেবল ভারতের শাসকশ্রেণীর ভাষা, যেমন 'ইংরাজী' হয়ে থেকেছে বিশ্বব্যাপী শাসক শ্রেণীর ভাষা। ভারতবর্ষের সংবিধান বলছে যে 'ভারতের প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসিয়াল ভাষা আদর্শ হিন্দি, যেখানে ইংরাজী দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষা। ভারতের সংবিধানের ৩৪৩(১) ধারা অনুযায়ী "ইউনিয়নের অফিসিয়াল ভাষা দেবনগরী অক্ষরে হিন্দি (উল্লেখ্য যে ৪১% দেশবাসী আদর্শ হিন্দি বা অন্যান্য আঞ্চলিক হিন্দিতে কথা বলেন; বন্ধনীর বক্তব্য আমার) এবং ইংরাজী"।" না ভারতের সংবিধান, না ভারতীয় আইন, কোথাও জাতীয় ভাষার উল্লেখ নেই, যা একটি হাইকোর্টের রায়েও সমর্থিত। কিন্তু, ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে সারণীতে থাকা ভাষাগুলি কখনও কখনও, আইন-কানুন ছাড়াই, উল্লেখ করা হয় জাতীয় ভাষা হিসাবে, অফিসিয়াল ভাষার বদলে।

তা সে যাই হোক, প্রশ্ন হল **'বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষার অর্থ কি?'** ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এর মানে হল সেই ভাষা, যা রাষ্ট্রের কেবল একটি অংশের, তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জনগণের বেশিরভাগেরই হোক বা এমনকি মুষ্টিমেয় অংশের, তা চাপিয়ে দেওয়া হয় রাষ্ট্রের জনগণের বাকি অংশের উপর। প্রতিটি স্কুলে পর্যন্ত এই অফিসিয়াল ভাষা হবে বাধ্যতামূলক আর সমস্ত